দোল অথবা ভুলের উত্তরণ

সারস্বত

ক জন পরি আসল নেমে ক জন পরি রং দিতে চায় আমায়
ভাবার আগেই একে চন্দ্র উদয়, দুয়ে পক্ষ লেপ্টে গেছে জামায়
তিনে নেত্র কার খুলেছে কতটা রঙীন চাইছে সঙ্গোপন
বুঝে ওঠবার আগেই রক্তে চারিবেদের রীতি, স্মৃতির ভিতর বৃতির আবর্তন

পঞ্চবাণের প্রভাব তবে থাকবে কেন পড়ে সেও উঠে দাঁড়াক অতঃপর
খেলাচ্ছলে লাল আবিরে চাঁদ রাঙিয়ে ভাবে কত রক্তিম ছয় ঋতুর ঘর
সাত সমুদ্র পাড়ে যদি শিমুল রংটি থাকে অষ্টবসুর ভীষ্মের হয় স্খলন
ইনবক্সে একটি পরি জ্বরেই পড়তে বলেন আবার শিখতে নবগ্রহের চলন

দশে দশদিক পরির রাজ্যে বিগত—আগত সবাই ডাকছে দোলে
দুলে যাচ্ছে আমার স্থিত সংযম গড়া বাঁধ নম্র স্নিগ্ধ স্পর্শের উতরোল
বেশ তবে আজ পাঠিয়ে দিলাম ছোঁয়াছুঁয়ির গহ্ন পাতায় আঁকা আলিম্পন
তার ভিতরে কুলুপ আঁটা ওষ্ঠনিবাস আছে, খুলতে পারো ভুলের উত্তরণ

হাওয়া

সোমনাথ ভট্টাচার্য

শুধুমাত্র ছোঁয়া দিয়ে চলে যাওয়া,
প্রতিস্পর্শ নেওয়ার কোনো দায়
নেই, তাই শীততাপ যুগল রেখায়
ঋতুর মুখশ্রী এঁকে ছিঁড়ে ফেলে হাওয়া।

না চাইতে ভুলচুক সেখানে হল কি,
কালির আঁচড় ঘন সোনা রোদ্দুরে।
উচ্চ ফলনশীল ধানী মাঠজুড়ে
কেবলি হানির ছায়া ফসল ফসলে।

বরাভয় মুখোশের সামান্যই নীচে
অতর্কিত হানাদারি সামনে চলছে।